

আনামগি পেত্রিকা

৪১তম সংখ্যা

মে-জুন ২০২০



একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৪১তম সংখ্যা

মে-জুন

২০২০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দ্বি-মাসিক

সোনামণি পত্রিকা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

সূচিপত্র

- ◆ উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
- ◆ সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- ◆ নির্বাহী সম্পাদক
রবীউল ইসলাম
- ◆ প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)

নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯

নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭

সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪

সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ ০৬
 - মাছে রামাযান ও আমাদের করণীয় ০৬
 - রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাবলী ১২
 - জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ ১৬
- হাদীছের গল্প ২০
- এসো দো'আ শিখি ২২
- গল্পে জাগে প্রতিভা ২৪
- কবিতাগুচ্ছ ২৬
- একটু খানি হাসি ২৮
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ২৯
- রহস্যময় পৃথিবী ৩০
- দেশ পরিচিতি ৩২
- যেলা পরিচিতি ৩৩
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৩
- ভাষা শিক্ষা ৩৯
- কুইজ ৩৯

সম্পাদকীয়

সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকো

মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ (অন্তর থেকে) তওবাকারী ও (দৈহিকভাবে) পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' (বাক্বারাহ ২/২২২)।

ইসলাম দু'জাহানের কল্যাণকর স্বভাবধর্ম। ইসলামী বিধি-বিধান মেনে জীবন পরিচালনার জন্য সুস্বাস্থ্য বিশেষ প্রয়োজন। কারণ শরীর সুস্থ না থাকলে দুনিয়াবী কোন কাজে যেমন মন লাগে না, তেমনি ইবাদতেও আগ্রহ থাকে না। সেকারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে বলা হয় স্বাস্থ্যের মেরুদণ্ড। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে পরিচ্ছন্নতা বিষয়টিকে আরও ব্যাপকভাবে 'ত্বাহারৎ' শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ত্বাহারৎ' বা পবিত্রতা হ'ল ঈমানের অর্ধেক' (মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১)।

ত্বাহারৎ বা পবিত্রতা দু'প্রকারের : আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, অর্থাৎ দৈহিক। 'আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা' বলতে বুঝায় হৃদয়কে যাবতীয় শিরকী আকীদা ও 'রিয়্য' মুক্ত রাখা এবং আল্লাহর ভালবাসার উর্ধ্বে অন্যের ভালবাসাকে হৃদয়ে স্থান না দেওয়া। 'দৈহিক পবিত্রতা' বলতে বুঝায় শারঙ্গ তরীকায় ওয়ূ, গোসল বা তায়াম্মুম সম্পন্ন করা (ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৫৬)।

ইসলামের শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত-যা আদায়ের অন্যতম পূর্বশর্ত হল মুছল্লীর দেহ, পোশাক ও ছালাতের স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সার্বিকভাবে পবিত্র হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কারো ছালাত কবুল হয় না এবং হারাম মালের ছাদাক্বা কবুল হয় না' (মুসলিম হা/২২৪; মিশকাত হা/৩০১)। তাই গোসল ফরয হলে ছালাত আদায়ের পূর্বে তা সম্পন্ন করতে হবে (মায়েদাহ ৫/৬)। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় গোসল স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপকারী। অন্যথায় ওয়ূর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা ছালাতের জন্য প্রস্তুত হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর ও পদযুগল টাখনু সমেত ধৌত কর' (মায়েদাহ ৫/৬)। এজন্য প্রত্যেক মুছল্লীর উচিত দৈহিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করা। এর ফলে বাহ্যিক পবিত্রতা হাছিলের সাথে সাথে মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয় এবং শয়তানী খেয়াল দূরীভূত হয়-যা মুমিনকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে মুমিন দুশ্চিন্তামুক্ত হয় যা সুস্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে পাঁচবার ভালভাবে ওয়ূ করার মাধ্যমে একজন মুমিন বিভিন্ন রোগ-বলাই থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। শুধু তাই নয়, ওয়ূ মুমিনকে গুনাহ হতে মুক্ত করে তার মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি কি তোমাদের বলব কোন বস্ত্র দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গোনাহ সমূহ অধিকহারে দূর করেন ও সম্মানের স্তর

বৃদ্ধি করেন? সেটি হল কষ্টের সময় ভালভাবে ওয়ু করা...(মুসলিম হা/২৫১; মিশকাত হা/২৮২)।

দাঁতের যত্ন ও মুখের সুরক্ষার জন্য হাদীছে মিসওয়াকের বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনই বাইরে থেকে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন, তখনই প্রথমে মিসওয়াক করতেন। আবার তিনি যখন তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে উঠতেন, তখন প্রথমেই মিসওয়াক করতেন। তিনি বলেন, ‘আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করলে আমি তাদেরকে এশার ছালাত দেবীতে এবং প্রতি ছালাতে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম’ (বুখারী হা/৮৮৭; মিশকাত হা/৩৭৬)।

ইসলাম মানুষের পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য, সুস্থতা ও কমনীয়তার নে‘মত রক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। পেশাব-পায়খানার পর ডান হাতে নয়, বরং বাম হাতে পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা, অতঃপর সাবান বা মাটি দিয়ে ভালভাবে হাত পরিষ্কার করা, নাকে পানি দেওয়া ও ভালভাবে নাক ঝাড়া, নখ কাটা ইত্যাদি বিষয়েও এতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। শ্রেফ পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করায় ক্বোবাবাসীদের প্রশংসা করে আল্লাহ সূরা তওবাহ ১০৮ আয়াতটি নাযিল করেন (আব্দুদাউদ হা/৪৪; মিশকাত হা/৩৬৯)। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দশটি বিষয় ফিতরাৎ তথা স্বভাবগত কর্মের অন্তর্ভুক্ত : গোঁফ ছাঁটা, দাড়ি ছাড়া, মিসওয়াক করা, পানি দিয়ে নাক ছাফ করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরাগুলো ধোয়া, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা, নাভির নিচের লোম কাটা, পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা। রাবী বলেন, দশম বিষয়টি আমি ভুলে গেছি, সম্ভবত কুলি করা’ (বুখারী হা/২৬১)।

রাসূল (ছাঃ) রাস্তায় বা মানুষ বিশ্রাম করে এমন কোন ছায়াদার বৃক্ষের নীচে এবং ওয়ু বা গোসল করা হয় এমন আবদ্ধ পানিতে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন (আব্দুদাউদ হা/২৬, ২৭; মিশকাত হা/৩৫৩, ৩৫৫)। একই ভাবে তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চুলের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায়ও গুরুত্ব দিয়েছেন (আব্দুদাউদ হা/৪০৬২; সিলসিলা হুইহাহ হা/৪৯৩)। সারা বিশ্ব এখন করোনা ভাইরাসে আতঙ্কিত। এ থেকে বাঁচতে চিকিৎসকগণ বলছেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এবং সাবান দিয়ে বারবার হাত ধুতে হবে। অথচ এ বিষয়ে ইসলাম বহু পূর্বেই দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

অতএব হে সোনামণি! তোমরা আতঙ্কিত না হয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে এবং সর্বদা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করবে। সাধ্যমত প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যথাযথ আদায় করবে এবং ভালভাবে ওয়ু করবে। খাওয়ার পূর্বে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিবে। দৈনিক স্বল্প মাত্রায় কালোজিরা ও মধু খাবে। হাঁচি কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করবে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন- আমীন!

কুরআনের আলো

দুনিয়া তুচ্ছ বস্তু

১. بَلْ تُؤَثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا-وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْنَىٰ

১. বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী।

২. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا هُوَ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

২. 'আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয় আখিরাতের নিবাসই হল প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত' (আনকাবূত ২৯/৬৪)।

৩. اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتْرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

৩. 'তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ

থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়' (হাদীদ ৫৭/২০)।

৪. إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

৪. নিশ্চয় দুনিয়ার জীবনের তুলনা তো পানির ন্যায় যা আকাশ থেকে নাযিল করি, অতঃপর তার সাথে যমীনের উদ্ভিদের মিশ্রণ ঘটে, যা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু ভোগ করে। অবশেষে যখন যমীন শোভিত ও সজ্জিত হয় এবং তার অধিবাসীরা মনে করে যমীনে উৎপন্ন ফসল করায়ত্ব করতে তারা সক্ষম, তখন তাতে রাতে কিংবা দিনে আমার আদেশ চলে আসে। অতঃপর আমি সেগুলোকে বানিয়ে দেই কর্তিত ফসল, মনে হয় গতকালও এখানে কিছু ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি' (ইউনুস ১০/২৪)।

৫. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْعُرُورُ

৫. হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য; অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে আর বড় প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণা না করে (ফাতির ৩৫/৫)।

হাদীছের আলো

দুনিয়া তুচ্ছ বস্তু

১. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَدْيٍ أَسْكًا مَيِّتٍ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا لَهُ بِدَرَاهِمٍ؟ فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنْهُ لَنَا بِشَيْءٍ! قَالَ فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ

১. জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি কানকাটা মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে একে এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে পসন্দ করবে'? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা তো একে কোন কিছু বিনিময়েই ক্রয় করতে পসন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট' (মুসলিম হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৫১৫৭)।

২. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَفَى كَأَفْرِإٍ مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

২. সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে মাছির একটি পাখার সমমূল্য হত, তাহলে তিনি কোন কাফিরকে এক ঢোক পানি পান করতে দিতেন না' (তিরমিযী হা/২৩২০; মিশকাত হা/৫১৭৭)।

৩. عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا

فِي الآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبَعَهُ هَذِهِ فِي يَمِينِهِ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ

৩. মুস্তাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হল, যেমন তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে দেয়, অতঃপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসল' (মুসলিম হা/২৮৫৮)।

৪. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اضْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَأَثَّرَ فِي جِلْدِهِ فُقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كُنْتُ آذِنْتَنَا فَفَرَّشْتَنَا لَكَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَفِيكَ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِنَّمَا أَنَا وَالدُّنْيَا كَرَكَبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتِ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

৪. আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি (খালি) চাটাইয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন, তা হতে উঠলে তাঁর দেহ মোবারকে চাটাইয়ের দাগ পড়েছিল। তখন আব্দুল্লাহ (রাঃ) আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যদি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন তবে আমরা আপনার জন্য একখানা বিছানা তৈরী করে বিছিয়ে দিতাম। তিনি বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? বস্তুতঃ আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হল একজন ঐ আরোহীর ন্যায়, যে একটি গাছের নীচে ছায়ায় কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়, অতঃপর বৃক্ষটিকে ছেড়ে চলে যায়' (তিরমিযী হা/২৩৭৭)।

প্ৰবন্ধ

মাহে রামাযান ও আমাদের করণীয়

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

রামাযান আরবী নবম মাস। এই মাসে ছিয়াম পালন করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু হতে পার' (বাক্বারাহ ২/১৮৩)। ছিয়াম মানুষকে মুত্তাকী অর্থাৎ আল্লাহভীরু হতে সাহায্য করে। ছিয়াম মানুষের অতীতের পাপসমূহকে মিটিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়' (মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৮)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হতে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকে

আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম (মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯)। এই মাসের কুদরের রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা এটা (কুরআন) নাযিল করেছি কুদরের রাত্রিতে (কুদর ৯৭/১)। তিনি আরো বলেন, এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথের সুস্পষ্ট নির্দেশ। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে ছিয়াম পালন করবে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তিনি কঠিন করতে চান না' (বাক্বারাহ ২/১৮৫)।

ছিয়াম : আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনসম্বোগ হতে বিরত থাকাকে ছওম বা ছিয়াম বলে।

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে

ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে, বাংলায় বা অন্য ভাষায় নিয়ত করার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই। অতএব তা বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে যার সে নিয়ত করবে' (বুখারী হা/১)।

২. ইফতার গ্রহণ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণত খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। আর খেজুর না পেলে পানি দিয়ে করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাগরিব ছালাতের পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকত, তাহলে শুকনা খেজুর দ্বারাই ইফতার করতেন। যদি শুকনা খেজুরও না থাকত, তবে কয়েক অঞ্জলি পানি পান করতেন' (তিরমিযী হা/৬৯৬; মিশকাত হা/১৯৯১)।

৩. ইফতারকালে দো'আ : 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু (বুখারী হা/৫৩৭৬; মিশকাত হা/৪১৫৯) ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করতে হবে (বুখারী হা/৫৪৫৮; মিশকাত হা/৪১৯৯)। ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ 'আল্লাহুমা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিয়াক্বিকা আফতারতু' দো'আটি 'যঈফ' হওয়ার কারণে এর উপর আমল করা যাবে না। তবে ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া

যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'। অর্থ : পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহেন তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল' (আব্দুদাউদ হা/২৩৫৭-৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪)।

৪. সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা : আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, সূর্যাস্তের ৩/৪ মিনিট পরে আযান দিয়ে ইফতার করতে হবে। অথচ এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমলের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে কেননা ইহুদী-নাহারাগণ ইফতার দেরীতে করে' (আব্দুদাউদ হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/১৯৯৫)। তাই আমাদের উচিত সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন' (নায়লুল আওত্বার কায়রো : ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃ.)। তবে মনে রাখতে হবে যে, সময়ের আগে ইফতার গ্রহণ এবং সময়ের পরে সাহারী গ্রহণ করা যাবে না।

৫. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাহ্মে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর,

যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়' (বুখারী হা/১৯১৯; মুসলিম হা/১০৯২)। বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেন বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত (ফাৎহুল বারী, 'ফজরের পূর্বে আযান' অনুচ্ছেদ, ২/১২৩-২৪)।

৬. সাহারী গ্রহণ : সাহারী গ্রহণ করা সুন্নাত। এতে শরীর সতেজ থাকে। অতিরিক্ত ক্ষুধা বা পিপাসা অনুভূত হয় না। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাহারী গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তোমরা সাহারী গ্রহণ কর, কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে' (বুখারী হা/১৯২৩)। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমাদের ছিয়াম ও আহলে কিতাবের (ইহুদী, খ্রিষ্টানদের) ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হল সাহারী খাওয়া (মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৩)। তবে সময়ের মধ্যে সাহারী গ্রহণ করতে হবে। ঘুম থেকে জাগতে দেরী হওয়ায় আযান শুরু হলে কোন কিছু খাওয়ার প্রয়োজন নেই বরং নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।

৭. গান-বাজনা ও অশ্লীলতা পরিহার করা : গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তির শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। এসব কাজের ভাল-মন্দ স্বাদ চোখ ও কানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় বলে আল্লাহ তা'আলা এসব কাজের জন্য

এমন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন যা অতীব যন্ত্রণাদায়ক। যেমন আল্লাহ বলেন, 'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দ্রাস্ত করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' (লোকমান ৩১/৬)। আমাদের দেশে অনেক সোনামণি, তরুণ-তরুণী ও বৃদ্ধ ছিয়াম রেখে সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে টিভি-সিনেমার বাজে অনুষ্ঠান দেখে, অশ্লীল বই-পুস্তক ও উপন্যাস পাঠ করে থাকে, যা নিতান্তই গর্হিত কাজ। বরং আমাদের উচিত ছিয়ামরত অবস্থায় বেশী বেশী অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

৮. মিথ্যা কথা পরিহার করা : ছিয়ামরত অবস্থায় মিথ্যা কথা পরিহার করা একান্ত যরুরী। জ্ঞাতসারে কখনোই মিথ্যা বলা যাবে না। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে না সে ব্যক্তির পানাহার থেকে বিরত থাকতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই' (বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯)।

৯. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গে যায় এবং তার ক্বাযা আদায় করতে হয়। তবে ভুলবশত খেলে বা পান করলে ছিয়াম ভঙ্গে যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কেউ যদি ভুলবশত খায় বা পান করে,

তবে সে যেন তার ছিয়াম পূর্ণ করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন' (বুখারী হা/১৯৩৩; মুসলিম হা/২৭৭২)। (খ) যৌন সন্তোগ করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ জন মিসকীন খাওয়াতে হয়, (নিসা ৪/৯২; মুজাদালাহ ৫৮/৪)। (গ) 'ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায় না' (নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃ.)। (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিন ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন (তফসীরে ইবনু কাছীর ১/২২১)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন (নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃ.)। মৃতের ক্বাযা ছালাত বা ছিয়াম কিছুই আদায় করতে হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'একজনের ছিয়াম ও ছালাত অন্যজনে আদায় করতে পারেনা' (বায়হাক্বী ৪/২৫৪; মুওয়াত্তা হা/১০৬৯; মিশকাত হা/২০৩৫)।

১০. ছালাতুত তারাবীহ : ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর

রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাকা'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাভীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না। তিনি প্রথমে চার (২+২) রাকা'আত ছালাত আদায় করতেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার (২+২) রাকা'আত আদায় করতেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিনি তিন রাকা'আত (বিতর) ছালাত আদায় করতেন (বুখারী হা/১১৪৮)। তারাভীহ ও তাহাজ্জুদের ছালাত যে একই এটাই তার বাস্তব দলীল। বিশ রাক'আত তারাভীহ-এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল (আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫, ২/২৯১ পৃ.)।

রাসূল (ছাঃ) ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় করতেন। কখনোই তাড়াছড়ো করতেন না। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় চোর ঐ ব্যক্তি, যে তার ছালাত চুরি করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) সে কিভাবে ছালাত চুরি করে? তিনি বললেন, সে ছালাতের রুকু এবং সিজদা পূর্ণ করে না (আহমাদ হা/২২৯৬৫; মিশকাত হা/৮৮৫)। অন্যত্র

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা ঐ বান্দার ছালাতের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যে ছালাতে রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা করে না’ (আহমাদ হা/১৫৮৪৮ মিশকাত হা/৯০৪)। অতএব রাতের ছালাতসহ সব ছালাত বীরস্থিরভাবে আদায় করা একান্ত উচিত।

১১. লায়লাতুল কুদর : লায়লাতুল কুদরকে আল্লাহ তা‘আলা বরকতময় রাত্রি বলেছেন (দুখান ৪৪/৩)। কেন এটি বরকতময় তার ব্যাখ্যাও আল্লাহ দিয়েছেন, এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়’ (দুখান ৪৪/৪)।

এ রাত্রিটা কোন মাসে? সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, ‘এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মানবজাতির জন্য হেদায়াত ও সত্যপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে’ (বাক্বারাহ ২/১৮৫)। অর্থাৎ কুদরের রাত্রি হল রামাযান মাসে; কথিত শা‘বান মাসে নয়।

১২. লায়লাতুল কুদরের দো‘আ : আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে বলুন, যদি আমি কুদরের রাত্রি পাই, এতে আমি কী দো‘আ পাঠ করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি বলবে, ‘আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুব্বুন তুহিব্বুল ‘আফওয়া ফা‘ফু ‘আন্নী’। অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর’ (তিরমিযী হা/৩৫১৩; মিশকাত হা/২০৯১)।

১৩. ই‘তিকাফের গুরুত্ব : পবিত্র রামাযান মাসে অধিক ইবাদতের সুন্দরতম সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যম হল ‘ই‘তিকাফ’। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করতেন’। অতঃপর যে বছর তিনি ইত্তিকাল করেন সে বছর বিশদিন ই‘তিকাফ করেছিলেন (বুখারী হা/২০২৬; মিশকাত হা/২০৯৭)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণও ই‘তিকাফ করেছেন (বুখারী হা/১৯০২; মিশকাত হা/২০৯৭)।

১৪. ই‘তিকাফ অবস্থায় করণীয় : ই‘তিকাফ অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা যাবে না। ই‘তিকাফকারী গভীর মনোনিবেশের সাথে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবেন। তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিমিত্তে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ইবাদতে নিয়োজিত রাখবেন এবং দুনিয়াবী কাজকর্ম থেকে দূরে থাকবেন। এ সময় বেশী বেশী নফল ইবাদত যেমন ছালাত আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, হাদীছ পাঠ, বিভিন্ন তাসবীহ পাঠ, তওবা ইস্তেগফার ইত্যাদি আমল করা যেতে পারে।

১৫. ফিতরা : প্রত্যেক মুসলিমের উপর ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড়, সকলের উপর মাথাপিছু এক ছা‘ খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্য বস্তু ফিতরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন

এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন' (বুখারী হা/৫০৩)।

এক ছা' বর্তমান হিসাবে আড়াই কেজির সমান। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে টাকা-পয়সা দিয়ে ফিৎরা আদায় করার যে প্রথা চালু আছে তা হাদীছ সম্মত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় সোনা ও রূপার টাকা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো দিয়ে কখনোই তিনি ছাদাকাতুল ফিৎর আদায় করেননি। বরং খাদ্যবস্তু দ্বারা আদায় করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত খাদ্য বস্তু দ্বারাই ছাদাকাতুল ফিৎর আদায় করা।

ঈদের দিনে করণীয় : ঈদের দিন আনন্দের পাশাপাশি মুসলমানদের কিছু করণীয় রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

১৬. খেজুর খাওয়া : ঈদুল ফিৎরের ছালাতের জন্য ঈদগাহের রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খাওয়া সুন্নাত। হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন (বুখারী হা/৯৫৩)। উল্লেখ্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না (তিরমিযী হা/৫৪২; মিশকাত হা/১৪৪০)। বরং তিনি কুরবানীর পশুর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন। আমাদেরও সেই সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত।

১৭. সজ্জিত হওয়া : পুরুষের জন্য সুন্নাত হল গোসল করে, সুন্দর পোশাক পরিধান করে, সুগন্ধি মেখে, সুসজ্জিত হয়ে ঈদগাহ অভিমুখে রওয়ানা হওয়া। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, كَانَ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً حُمْرَاءَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের দিনে লাল বর্ণের চাদর পরিধান করতেন' (তাবারানী, মু'জামুল আওসাত্ ২/৫৩; সিলসিলা হুহীহাহ হা/১২৭৯)। মহিলারা সুসজ্জিত হয়ে এবং সুগন্ধি মেখে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের হবে না। বরং তারা পর্দা সহকারে বের হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে' (বুখারী হা/৩৫১; মিশকাত হা/১৪৩১)।

১৮. ঈদগাহে গমন : ঈদের মাঠে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ফিরে আসা সুন্নাত। হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের দিন পথ পরিবর্তন করতেন (বুখারী হা/৯৮৬)।

১৯. মহিলাদের ঈদের ছালাতে অংশগ্রহণ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারী-পুরুষ সবাইকে ঈদের ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত উম্মে আত্টিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল, আমরা যেন ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিন বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা'আত ও দো'আয় শরীক হ'তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবে। জনৈকা মহিলা তখন বলল, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে' (বুখারী হা/৩৫১)।

২০. ঈদের মাঠে করণীয় : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে বের হতেন। (ঈদগাহে পৌঁছে) তিনি প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর ছালাত শেষে মুছল্লীদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে, মুছল্লীরা তখন নিজ নিজ কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন, নছীহত করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করলে বাছাই করতেন অথবা কোন বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার থাকলে নির্দেশ দিতেন। অতঃপর বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করতেন' (বুখারী হা/৯৫৬; মিশকাত হা/১৪২৬)। অতএব ঈদের ছালাত আদায়ের পূর্বে প্রচলিত বক্তব্য প্রদান প্রথা সুন্নাহ বিরোধী আমল।

২১. ঈদের তাকবীর : 'ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাকা'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে কিরাআতের পূর্বে সাত, দ্বিতীয় রাকা'আতে ছালাতের তাকবীর ব্যতীত কিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাহ' (আহমাদ, আব্দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১)। 'ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে কোন হাদীছ নেই' (আলোচনা দ্রষ্টব্য : নায়লুল আওত্ভার ৪/২৫৩৬-৫৬পৃ.; মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীকা পৃ. ৩২-৩৩)।

রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাবলী

মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক
ইউনিভার্সাল ইসলামিক একাডেমী
মণিপুর, গায়ীপুর।

ত. ফজরের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং আছরের পর সূর্য ডোবা পর্যন্ত ছালাত আদায় :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ 'আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) দু'সময়ে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ফজরের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং আছরের পর সূর্য ডোবা পর্যন্ত' (বুখারী হা/৫৮৮)।

থ. স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বাকিতে বিক্রি করা :

আবুল মিনহাল (রহঃ) বলেন, আমি যায়দ ইবনু আরকাম এবং বারা ইবনু আযিব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সময়ে ব্যবসা করতাম। আমরা তাঁকে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ 'যদি নগদ ক্রয়-বিক্রয় হয়, তবে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি বাঁকিতে বিক্রি হয়, তবে তা অবৈধ' (বুখারী হা/১৯১৯; নাসাঈ হা/৪৫৭৬)।

দ. মুসলমানের সাথে যুদ্ধ করা এবং গালি দেয়া নিষেধ :

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ‘মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং পরস্পরে যুদ্ধ করা কুফরী’ (বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/৬৪)। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের (মুসলিমদের) দল ভুক্ত নয়’ (বুখারী হা/৬৮-৭৪; মুসলিম হা/৯৮)।

ধ. পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ, সম্পর্ক ছেদন এবং শত্রুতা পোষণ করার :

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, পরস্পরের প্রতি শত্রুতা করো না, পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ছেদন করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বলা ত্যাগ করে’ (বুখারী হা/৬০৫৬; মুসলিম হা/২৫৫৯)।

ন. গর্ব ও অহংকার করা :

ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ

فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَتَعْلُهُ حَسَنَةً، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ : بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ ‘যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ‘মানুষ তো পসন্দ করে যে, তার কাপড়-চোপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, (তাহলে সেটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?)’ তিনি বললেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা’ (মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮)।

ইয়ায ইবনু হিমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ‘মহান আল্লাহ আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা পরস্পরের প্রতি নম্রতা ও বিনয় ভাব প্রদর্শন কর। যাতে কেউ যেন অন্যের প্রতি অত্যাচার না করতে পারে এবং কেউ কারো সামনে গর্ব প্রকাশ না করে’ (মুসলিম হা/২৮৬৫)।

ফ. ঋণ ও আমানত পরিশোধে গড়মিল করা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا تَبِعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ،

‘ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা যুলুম। যখন তোমাদের কাউকে (তার জন্যে) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়াল্লা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়’ (বুখারী হা/২২৮৭; মুসলিম হা/১৫৬৪)।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا** ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও’ (নিসা ৪/৫৮)। তিনি আরও বলেন, **فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الِّذِي أُؤْتِمِنَ إِلَىٰ أَمَانَتِهِ** ‘যদি তোমরা একে অপরকে বিশ্বাস কর, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে, তার উচিত আমানত (যথাযথভাবে) আদায় করা এবং (এ ব্যাপারে) সে যেন তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে’ (বাক্বারাহ ২/২৮৩)।

ব. বাতি জ্বালানো অবস্থায় ঘুমানো :

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, **لَا تَنزُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ**, ‘যখন তোমরা ঘুমাবে, তখন তোমাদের ঘরগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না’ (বুখারী হা/৬২৯৩; মুসলিম হা/২০১৫)।

ভ. জ্বরকে গালি দেওয়া :

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার উম্মে সায়েব বা উম্মে মুসাইয়িবের নিকট প্রবেশ করে বললেন, **مَا**

لَكَ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيْبِ تَزْفُرِينَ؟ قَالَتْ : الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا! فَقَالَ : لَا تَسْبِي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يَذْهِبُ الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ‘হে উম্মে সায়েব বা উম্মে মুসাইয়িব! তোমার কি হয়েছে যে, থরথর করে কাঁপছ? সে বলল, ‘জ্বর হয়েছে; আল্লাহ তাতে বরকত না দেন।’ (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, ‘জ্বরকে গালি দিও না। জ্বর তো আদম সন্তানের পাপ মোচন করে; যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে ফেলে’ (মুসলিম হা/২৫৭৫; তিরমিযী হা/২২৫০)।

ম. ঝড়কে গালি দেওয়া :

আবুল মুনযির উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمْرَتْ بِهِ . وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَمْرَتْ بِهِ** ‘তোমরা ঝড়কে গালি দিও না। যখন তোমরা অপসন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করবে, তখন এই দো‘আ পড়বে। ‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুক মিন খাইরি হাযিহির রীহি অখাইরি মা ফীহা অখাইরি মা উমিরাত বিহ। অনাউযু বিকা মিন শারি হাযিহির রীহি অশারি মা ফীহা অশারি মা উমিরাত বিহ’ অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এই ঝড়ের কল্যাণ, ওর মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং যার আদিষ্ট হয়েছে

তার কল্যাণ। এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই বায়ুর অনিষ্ট হতে ওর মধ্যে নিহিত অনিষ্ট এবং যার আদিষ্ট হয়েছে তার অনিষ্ট হতে' (তিরমিযী হা/২২৫২; মিশকাত হা/১৫১৮)।

য. ডান হাতে ইস্তেঞ্জা করা :

আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ 'যখন তোমাদের কেউ পেশাব করবে তখন সে যেন তার পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে না ধরে, ডান হাত দ্বারা ইস্তেঞ্জা না করে। আর (পান করার সময়) পানির পাত্রের মধ্যে যেন নিঃশ্বাস না ফেলে' (বুখারী হা/১৫৪)।

র. কালো কলপ ব্যবহার করা :

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর পিতা আবু কুহাফাকে মক্কা বিজয়ের দিনে এমন অবস্থায় আনা হল যে, তার মাথা ও দাড়ি 'সাগামাহ' ঘাসের (সাদা ফুলের) মত সাদা ছিল। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, غَيِّرُوا هَذَا وَاجْتَنِبُوا 'এ (সাদা রঙ) পরিবর্তন কর। আর কালো রং থেকে দূরে থাকো' (মুসলিম হা/২১০২; আবুদাউদ হা/৪২০৪)।

ল. গণক, জ্যোতিষী ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করা :

রসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَتَى عَرَّافًا، فَمَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ 'যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোন (গায়েবী) বিষয়ে প্রশ্ন করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল করা হয় না' (মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫)।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আর যে ব্যক্তি গণকের কথা বিশ্বাস করবে, সে কাফের হয়ে যাবে' (মুসলিম হা/২২৩০; আহমাদ হা/১৬২০২)।

এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর অসংখ্য নিষেধাবলীর প্রমাণ পাওয়া যায় যা প্রতিটি মানুষের জন্য পরিহার করে চলা অত্যন্ত প্রয়োজন। সোনামণিদের উপকারার্থে সামান্য পরিমাণ উপস্থাপন করা হল। হাদীছগুলো বুঝে মহান আল্লাহ আমাদের মেনে চলার তাওফীক দান করুন- আমীন!

সোনামণি মংগঠনের চারটি কর্মসূচী

- শাবলীগ বা প্রচার
- শানযিম্ব বা মংগঠন
- শারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ
- শাজ্জীদে মিন্মাত বা অমাজ্জ মংস্কার

জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ

রবীউল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনাগি।

মসজিদ নির্মাণ করা

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান হল মসজিদ। যে ব্যক্তি আল্লাহ ঘর মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্বলিষ্ট অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ বানাবে আল্লাহ তার জন্য অনুরূপ একটি ঘর জান্নাতে নির্মাণ করবেন' (মুসলিম হা/৫৩৩)।

হজ্জে মাবরুর

হজ্জ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা শর্ত সাপেক্ষে হজ্জ মুসলিম উম্মাহর উপর ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি পূর্ণ ইখলাছের সাথে পবিত্র হজ্জ পালন করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ 'এক ওমরা থেকে অপর ওমরার মাঝে যে পাপ করা হয়, পরবর্তী ওমরা তার জন্য কাফফারা। আর কবুল হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হল জান্নাত' (বুখারী হা/১৭৭৩)।

জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করা

জিহ্বা ও লজ্জাস্থান মানুষের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এ দু'টি অঙ্গের মাধ্যমে মানুষ বিপথগামী হয়। আর যে ব্যক্তি এ দু'টিকে সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করবে তার জন্য জান্নাত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্ত্র (মুখ) ও তার দু'পায়ের মধ্যস্থিত বস্ত্র (লজ্জাস্থানের) যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব' (বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২)। অন্যত্র তিনি বলেন, اِضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، أَضْمَنَ لَكُمْ الْجَنَّةَ، أَصْدَقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اتَّمَنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ 'তোমরা নিজেদের পক্ষ হতে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের যামিন হও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হব। (১) যখন তোমরা কথা বলবে, তখন সত্য বলবে। (২) যখন ওয়াদা করবে, তা পূর্ণ করবে। (৩) তোমাদের কাছে আমানত রাখলে, তা আদায় করবে। (৪) নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে। (৫) স্বীয় দৃষ্টিকে অবনমিত রাখবে এবং (৬) স্বীয় হস্তকে (অন্যায় কাজ হতে) বিরত রাখবে' (আহমাদ হা/২২৮০৯; মিশকাত হা/৪৮৭০)।

জিহ্বা মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর একটি। শরীরের অন্যান্য

অঙ্গ জিহ্বার অনুগামী হয়। প্রতিদিন সকালে মানব দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে সোজা পথে দৃঢ় থাকার ব্যাপারে অনুরোধ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘মানুষ সকালে ঘুম হতে উঠার সময় তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় কর। আমরা তো তোমার সাথে সম্পৃক্ত। তুমি যদি সোজা পথে দৃঢ় থাক তাহলে আমরাও দৃঢ় থাকতে পারি। আর তুমি যদি বাঁকা পথে যাও তাহলে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য’ (তিরমিযী হা/২৪০৭; মিশকাত হা/৪৮৩৮)।

প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা

প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণকারী জান্নাতী হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা দিনে ছিয়াম রাখে, রাতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করে, কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে জাহান্নামী। অতঃপর ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করল, অন্য এক মহিলা শুধু ফরয ছালাত আদায় করে, আর পনিরের এক টুকরা করে দান করে। কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কোন কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী’ (হেকেম হা/৭৩০৫; বায়হাক্বী হা/৯৫৪৬)।

সুতরাং যারা মানুষকে কষ্ট দেয় তাদের নফল ইবাদত কোন কাজে আসবে না। তাদের ছালাত-ছিয়াম তাদেরকে জাহান্নামের

আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে না। প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, কাছের আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পসন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাঙ্কিক, অহঙ্কারী’ (নিসা ৪/৩৬)।

প্রতিবেশীর হক আদায় করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ. قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاقِهِ ‘আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল, কে সে জন ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার হতে নিরাপদে থাকতে পারে না’ (বুখারী হা/৫৬৭০; মিশকাত হা/৪৯৬২)।

আল্লাহর নিরানব্বই নাম মুখস্থ ও হেফাযত করা

আল্লাহর নিরানব্বই নাম মুখস্থকারী জান্নাতী হবে। আল্লাহর নামসমূহের উপর যথাযথ ঈমান আনা এবং বাস্তব জীবনে নিজের মধ্যে আল্লাহর নামের বাস্তবায়ন ঘটানো। আবু হুরায়রা (রাঃ)

হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ 'আল্লাহর এক কম একশত অর্থাৎ নিরানব্বই নাম আছে, যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে' (বুখারী হা/২৭৩৬)।

কুরআনের হাফেয ও সংরক্ষণকারী

কুরআনের হাফেয ও যথাযথভাবে সংরক্ষণকারী জান্নাতে যাবে। যারা কুরআন পড়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَفْرَأُ وَاصْعَدُ فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٌ حَتَّى يَفْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ 'কুরআন সংরক্ষণকারী যখন জান্নাতে যাবে তখন তাকে বলা হবে কুরআন পাঠ করতে থাক এবং এক এক স্তর করে আরোহণ করতে থাক। তখন সে প্রত্যেক আয়াত পাঠের মাধ্যমে একেক স্তর করে আরোহণ করবে। এমনকি তার সংরক্ষিত (মুখস্থ কৃত) সর্বশেষ আয়াত পাঠ করে সে তার নির্দিষ্ট স্থানে আরোহণ করবে এবং সেটাই তার ঠিকানা হবে' (ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮০)।

সালাম বিনিময় করা

বেশী বেশী সালাম বিনিময়কারী জান্নাতী হবে। সালাম মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাষণ। সালামের দ্বারা মানুষের মধ্যে ভালবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। ফলে

সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সালাম জান্নাতে প্রবেশের কারণ হয়ে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটান। ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য খাওয়াও। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর। রাতে ছালাত আদায় কর, মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে' (তিরমিযী হা/২৪৮৫)। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْلَىٰ أَدَلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ 'তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে। আর তোমরা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের খবর দিব না, কোন বস্তু তোমাদের মধ্যে ভালবাসাকে দৃঢ় করবে? তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটান' (মুসলিম হা/৫৪)।

তবে সালাম প্রদানের উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। কাউকে খুশি করা বা কারো কাছে কোন কিছু পাওয়ার জন্য নয়। পরিচিত-অপরিচিত, ছোট-বড় সকলকে সালাম প্রদান করতে হবে। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ইসলামে উত্তম কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'তোমরা অন্য খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে' (বুখারী হা/২৮)।

রোগাক্রান্তকে দেখতে যাওয়া

একজন মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হক বা কর্তব্য হল সে অসুস্থ হলে শারীরিক পরিচর্যা করা। কেননা কিয়ামতের ময়দানে রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে মহান আল্লাহ নিজেই ফরিয়াদী হয়ে আদম সন্তানকে জিজ্ঞেস করবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন ছিলাম তুমি পরিচর্যা করনি' (মুসলিম হা/২৫৬৯)। রুগ্ন ব্যক্তির সেবার মাধ্যমেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

রোগীর পরিচর্যা করা এবং খোঁজ-খবর নেওয়া ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একজন ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয় তখন সে কয়েকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১. সে শরীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২. অর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩. সে যদি উপার্জনক্ষম একা হয় তাহলে পরিবার নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রোগীর পরিচর্যা ও খোঁজ-খবর নেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং রোগীর পরিচর্যকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ 'যখন কোন মুসলমান সকাল বেলায় কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায়, তখন তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা দো'আ করে। আর সন্ধ্যা বেলায় কোন রোগী দেখতে গেলে সকাল

পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দো'আ করে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান নির্ধারিত হয়ে যায়' (তিরমিযী হা/৯৬৯; আব্দুউদ হা/৩০৯৮; মিশকাত হা/১৫৫০)। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি কোন রোগীর পরিচর্যা করে, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি সে যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন তো রীতিমতো রহমতের মধ্যেই অবস্থান করে' (আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫২২)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طَبِّبْ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأَتْ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا 'কোন ব্যক্তি কোন রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যা করলে অথবা আল্লাহর উদ্দেশ্যে তার কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে, একজন আহ্বানকারী তাকে ডেকে বলে, তুমি উত্তম কাজ করেছ, তোমার পদচারণা উত্তম হয়েছে এবং জান্নাতে তুমি একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছ' (তিরমিযী হা/২০০৮)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'মুসলমান যখন তার অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! জান্নাতের খুরফা কী? উত্তর দিলেন, তাঁর ফলমূল' (মুসলিম হা/২৫৬৮)।

[চলবে]

হাদীছের গল্প

১০টি উপদেশ

আবু তাহের
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ১০টি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

২. তুমি তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না। যদিও তারা তোমাকে পরিবার ও মাল-সম্পদ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেন।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ফরয ছালাত পরিত্যাগ করবে না। তার পক্ষে আল্লাহর যিম্মাদারী উঠে যাবে।

৪. কখনোই মাদক সেবন করবে না। কেননা এটিই হল সকল অশ্লীলতার মূল।

৫. সর্বদা গোনাহ থেকে দূরে থাকবে। কেননা গোনাহের মাধ্যমে আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হয়।

৬. সাবধান! জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করবে না। যদিও সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায়।

৭. যদি কোথাও মহামারী দেখ দেয়, এমতাবস্থায় তুমি যদি সেখানে থাক, তাহলে তুমি সেখানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করবে (মৃত্যুর ভয়ে পালাবে না)।

৮. তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করবে (অযথা কৃপণতা করে তাদের কষ্ট দিবে না)।

৯. তাদের উপর থেকে শাসনের লাঠি তুলে নিবে না।

১০. তাদেরকে সর্বদা আল্লাহর ভয় দেখাবে।

(ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৭০; মিশকাত হা/৬১)।

সৎ কর্মশীল ব্যক্তিদের মাহাত্ম্য

আল্লাহ রাব্বুল আলমীন তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে ভালবাসেন তাদেরকে সর্বদা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন। এমনকি তাদেরকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তথা খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি আসমান থেকে দিয়ে থাকেন। সৎ কর্মশীলদের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে ইহকাল ও পরকালে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ বলেন, মনে রেখ আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তাশ্রিত হবে না। যারা ঈমান আনে এবং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে। তাদের জন্যই সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন হয় না। আর এটাই (অর্থাৎ উভয় জীবনে সুসংবাদই) হল বড় সফলতা

(ইউনুস ১০/৬২-৬৪)। সুতরাং আল্লাহ যার বন্ধু হবে তার কোন ভয় নেই এবং সে চিন্তিতও হবে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত কুফাবাসীরা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর কাছে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্বাহ (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, 'সে ভালভাবে ছালাত পড়তে জানে না। জবাবে সা'দ (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের মত ছালাত পড়াই তা থেকে (একটুও) কম করি না। যোহর ও আছরের দু'ছালাতের প্রথম দু'রাক'আত দীর্ঘক্ষণ কিরাআত করি এবং দ্বিতীয় দু'রাক'আতে সংক্ষিপ্ত করি। ওমর (রাঃ) একথা শুনে বললেন, হে আবু ইসহাক তোমার সম্পর্কে ঐ ধারণাই ছিল। পরে তিনি তার সঙ্গে একজন বা কয়েকজন লোক কূফা নগরীতে প্রেরণ করলেন। যাতে করে কূফা নগরীর প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সা'দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক মসজিদই তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে লাগল এবং সকলেই তার প্রশংসা করল। শেষ পর্যন্ত তারা বনু আবসের মসজিদে উপনীত হল। তখন সেখানে আবু সা'দাহ উসামাহ ইবনু ক্বাতাদাহ নামক এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, যখন আপনারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তখন (প্রকাশ করে দিচ্ছি শুনুন) সা'দ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যান না, নায্যভাবে (কোন জিনিস) বণ্টন করেন না, এবং ইনছাফের সাথে বিচার করেন না। সা'দ

তখন জবাবে বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তিনটি বদ দো'আ করব, হে আল্লাহ যদি তোমার বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, রিয়া (লোক প্রদর্শন) ও খ্যাতির জন্য এভাবে দণ্ডয়মান হয়ে থাকে, তাহলে তুমি ওর আয়ু দীর্ঘ করে দাও এবং ওর দারিদ্রতা বাড়িয়ে দাও এবং তাকে ফিতনার কবলে ফেল। (বাস্তবিক তার অবস্থা ঐরূপই হয়েছিল)।

সুতরাং যখন তাকে কুশল জিজ্ঞেস করা হত তখন উত্তরে বলত, অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং ফিতনায় পতিত হয়েছি। সা'দের বদ দো'আ আমাদের লেগে গেছে। জাবের ইবনু সামুরাহ থেকে বর্ণনাকারী আব্দুল মালেক বিন উমায়ের বলেন, আমি পরে তাকে দেখেছি যে, সে অত্যন্ত বার্ধক্যের কারণে তার চোখের ভ্রুগুলো চোখের উপর বুলে পড়েছে আর রাস্তায় রাস্তায় সে দাসীদেরকে উত্যক্ত করত ও আঙ্গুল বা চোখ দ্বারা তাদেরকে ঈশারা করত (বুখারী হা/৭৫৫)।

শিক্ষা :

১. আল্লাহর বন্ধুদের বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না।
২. নিজের লৌকিকতা প্রদর্শন ও হঠকারিতা প্রদর্শনের জন্য নেক বান্দা ও সং কর্মশীল ব্যক্তিদের প্রতি মিথ্যারোপ করা যাবে না।
৩. সং কর্মশীলদের প্রতি মিথ্যারোপ করলে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেন।
৪. সং কর্মশীল ব্যক্তিদের দো'আ আল্লাহ সবসময় কবুল করেন এবং তাদের সাহায্য প্রদান করেন।

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেক।

শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ, পাগলামি হতে
আশ্রয় চেয়ে দো'আ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُدَامِ وَالْجُنُوْنِ
وَمِنْ سَيِّءِ الْاَسْقَامِ-

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা
মিনাল বারাছি ওয়াল জুয়া-মি ওয়াল
জুনুনি ওয়া মিন সাইয়্যাইল আসকা-মি।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে
শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ, পাগলামি ও
খারাপ রোগ সমুদয় হতে আশ্রয় চাই'
(আব্দুউদ হা/১৫৫৪; মিশকাত হা/২৩৫৬)।

বিপদে ও মুছীবতে পড়লে দো'আ :

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ-

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না
ইলাইহি রা-জি'উন।

অর্থ : 'নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর
জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর সান্নিধ্যে
ফিরে যাব' (বাক্বারাহ ২/১৫৬)।

আমল : আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়
বান্দাদের পরীক্ষা করেন। তিনি ভয়,
ক্ষুধা, মাল, সন্তান-সন্ততি, ফল-ফসলের
ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করেন। যারা এই
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের জন্য রয়েছে
সুসংবাদ। একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হল
যখন তার উপর বিপদ নেমে আসে

তখন সে ধৈর্যধারণ করে উক্ত দো'আ
পাঠ করে।

এ দো'আ পাঠ করলে একদিকে যেমন
অসীম ছওয়াব পাওয়া যায় তেমন অর্থের
দিকে খেয়াল করে পাঠ করলে বিপদে
আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করা যায় এবং তা
থেকে উত্তরণ সহজ হয়।

শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য দো'আ :

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكِ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّ
مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ-تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي
الَّيْلِ، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَيِّ، وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

উচ্চারণ : কুলিল্লা-হুম্মা মা-লিকাল মুল্কি
তু'তিল মুল্কা মান তাশা-উ ওয়া
তান্বি'উল মুলকা মিস্মান তাশা-উ, ওয়া
তু'ইব্ব্বু মান তাশা-উ ওয়া তুযিল্লু মান
তাশা-উ, বি ইয়াদিকাল খাইর, ইন্নাকা
'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। তুলিজুল
লাইলা ফিন্নাহা-রি ওয়া তুলিজুন নাহা-রা
ফিল্লাইল, ওয়াতুখরিজুল হাইয়্যা মিনাল
মাইয়্যিতি ওয়া তুখরিজুল মাইয়্যিতা
মিনাল হাইয়্যা, ওয়া তারব্বুকু মান তাশা-
উ বিগাইরি হিসা-ব।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি সার্বভৌম
শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য

দান কর, যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও। আর যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, যাকে ইচ্ছা অপমান কর। তোমার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমি রাতকে দিনের ভিতর প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতর প্রবেশ করাও। আর তুমি জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের কর এবং মৃতকে জীবিতের ভিতর থেকে বের কর। আর তুমি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর' (আলে ইমরান ৩/২৬-২৭)।

বালা-মুছীবত ও মহামারির সময় পিতা-মাতা ও মুমিনদের রক্ষার জন্য ও যালিমদের ধ্বংসের জন্য নূহ (আঃ)-এর দো'আ :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَرِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا-

উচ্চারণ : রক্বিগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়া লিমান দাখালা বাইতিয়া মুমিনান ওয়ালিল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনা-তে ওয়ালা তাযিদিয্য-লিমীনা ইল্লা তাবা-রা।

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন, আর যে ব্যক্তি আমার বাড়ীতে মুমিন অবস্থায় প্রবেশ করবে তাকে ক্ষমা করুন এবং সকল মুমিন নর-নারীকে ক্ষমা করুন। আর যালিমদের ধ্বংস বৃদ্ধি করুন' (নূহ ৭১/২৮)।

নিজ বংশে সহ সন্তান প্রার্থনা করে দো'আ :
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَإِنَّا
مَتَّاسِكُونَ وَثُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ-

উচ্চারণ : রব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্বাকা আন্বতাস সামীউল আলীম, রাক্বানা ওয়াজ আলনা মুসলিমাইনে লাকা ওয়া মিন যুরিযাতিনা উম্মাতাম মুসলিমাতাল লাকা ওয়া আরিনা মানাসিকানা ওয়াতুব আলাইনা ইন্বাকা আনতাতাওয়াবুর রাহীম।

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের দুইজনকে আপনার অনুগত মুসলিম বানিয়ে নিন এবং আমাদের বংশধর থেকে একটি অনুগত দল তৈরী করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু' (বাক্বারাহ ২/১২৭-১২৮)।

আমল : ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাজিলকে সাথে নিয়ে কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ করে কা'বা গৃহের স্থায়ীত্ব কামনা, কুফর ও শিরক বিমুক্ত জাতি তৈরীর উদ্দেশ্যে তাঁর বংশে যাতে দ্বীনদার ব্যক্তির আর্বিভাব হয় সে জন্য দো'আ করেন। তাঁর দো'আর ফলেই তাঁর বংশে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম হয়। আমরাও আমাদের বংশে যাতে ভাল লোক তৈরী হয় তার জন্য উক্ত আয়াত দ্বারা দো'আ করতে পারি।

(বিস্তারিত দৃষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৩০-৩২)।

গল্পে জাগে প্রতিভা

কৌশলে দ্বন্দ্বের সমাধান

রবীউল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

শরীফ ছাহেব অত্যন্ত ভদ্র মানুষ। চলফেরায় কখনো কারো সাথে মন্দ আচরণ করতেন না। যার কারণে গ্রামের সকল মানুষ তাকে খুব শ্রদ্ধা করে। ছোটরা তার কাছে গিয়ে দাদু ভাই, নানু ভাই বলে গল্প শুনতে চাই। তিনি অত্যন্ত আদরের সাথে কাছে ডেকে তাদেরকে খুব সুন্দর সুন্দর গল্প, কবিতা ইত্যাদি শুনাতেন। তিনি বলতেন, তোমরা কারো সাথে কখনো যুলুম করবে না। অন্যায়ভাবে কারো কোন কিছু গ্রহণ করবে না। মনে রাখবে! তুমি যার প্রতি যুলুম করছো তার স্থানে তুমি হলে তোমাকে কেমন লাগতো একটু অনুভব কর? তিনি এভাবে সোনামণিদেরকে শিক্ষা দিতেন।

শুধু তাই নয়। তিনি বড়দের কাছেও ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় ও সম্মানের পাত্র। বড়রা তাকে খুব শ্রদ্ধার সাথে চাচাজী বলে সম্বোধন করত। রাস্তা-ঘাটে চলতে ফিরতে কারো কোন ভুল হলে তিনি খুব কৌশলে শিক্ষা দিতেন। কেউ মন খারাপ করত না।

একদিন সকাল বেলা তিনি পানি নেওয়ার জন্য কলস নিয়ে নদীতে

গিয়েছেন। কলসটি পানিতে ডুবিয়ে পূর্ণভাবে ভর্তি করেছেন। যার ফলে রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে উঁচুনিচুতে পা পড়ার কারণে কলসের গা চুঁয়ে পানি পড়ছে। তিনি সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন। পথিমধ্যে তিনি দেখলেন, দু'জন ব্যক্তি প্রচণ্ড ঝগড়ায় লিপ্ত। অশ্লীল ভাষায় একে অন্যকে গালি দিচ্ছে। মারার জন্য দু'জনের হাতেই লাঠি রয়েছে। এ অবস্থা দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন! তারা দু'জনও তার দিকে এগিয়ে আসল। আর বলল, আমাদের দ্বন্দ্বের সমাধান করে দিন।

তিনি বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, আমাদের জমির সীমানা নিয়ে সমস্যা। সমস্যা ছিল মাত্র এক হাত জমি নিয়ে। যা দু'জনেই সে অংশটুকু দাবী করছিল। তিনি বললেন, তোমাদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য সময়ের প্রয়োজন। তারা বলল, আপনি আপনার মাথার কলসটি এখানে রেখে আমাদের সমাধান করে দিন। তিনি বললেন, কি বলছো তোমরা? আমার কলসতো ভেজা। তারা বলল, তাতে কি হয়েছে? তিনি বললেন, দেখ বাবা! আমার কলসের গা ভেজা। মাটিতে রাখলেই তাতে মাটি লেগে যাবে। আর সে মাটি আমার বাড়ি চলে যাবে। আমার বড় ভয় হচ্ছে! ক্রিয়ামতের দিন এই জমির মালিক যদি আমার কাছে এই

মাটির দাবী করে বসে তাহলে আমি
কিভাবে দিব।

একথা শুনে তারা তাদের ভুল বুঝতে
পারল। একজন বলল, হায়! আপনি
এভাবে মানুষের হক চিন্তা করেন। আমি
অধম! আজ আপনার কাছ থেকে অনেক
শিক্ষা পেলাম। আমি এই জমির দাবী
ছেড়ে দিলাম। আর কখনো দাবী করব
না। অপরজন বলল, না আমিও নেবনা।
বরং আপনি সম্পূর্ণ জমি ভোগ করুন।
তাদের এ অবস্থা দেখে মুরব্বী বললেন,
তোমারা ভুল বুঝতে পারার জন্য
তোমাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ! তোমারা
এ জমিটুকু আল্লাহর রাস্তায় দান করে
দাও। এতে তারা দু'জনই অত্যন্ত আনন্দের
সাথে বলে উঠল, 'আলহামদুলিল্লাহ'।
ফলে তাদের দ্বন্দ্বের সমাধান সেখানেই
হয়ে গেল।

শিক্ষা :

১. দ্বন্দ্বের সমাধান করতে উপস্থিত বুদ্ধি
ও কৌশল যথেষ্ট কাজে লাগে।
২. অন্যায়াভাবে কারো সম্পদ গ্রহণ করা
মহাপাপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে
ব্যক্তি কারো অর্ধহাত যমীন অন্যায়াভাবে
ভোগ করবে কিয়ামতের দিন তার গলায়
সাত তবক যমীন ঝুলিয়ে দেয়া হবে'
(বুখারী হা/২৪৫৩; মুসলিম হা/১৬১২)।

মুমিনের বাঁচার পথ হ'ল দু'টি :

তাক্বদীর ও তাওয়াক্কুল।

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

যেমন কর্ম তেমন ফল

মোছাদ্দিক, ৯ম শ্রেণী

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

দশ বছর বয়সী একটি মেয়ে গ্রামের এক
বাড়িতে কাজ করত। সে বাড়ির মালিক
ও তার একমাত্র সন্তানের সেবা করত।
তার বেতন ছিল খুব কম। তা সত্ত্বেও
মেয়েটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে খেদমত
করত। এরপরেও সামান্য ত্রুটি হলে
বাড়ির মালিক তাকে অসহনীয় কষ্ট
দিত। বৈদ্যুতিক শক দিয়ে অমানবিক
নির্যাতন করত। নির্যাতনের ফলে এক
সময় মেয়েটির দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়।
অন্ধ হওয়ার কারণে তাকে মালিক বাড়ি
থেকে বের করে দেয়।

এদিকে মালিকের ছেলে লেখাপড়া শেষ
করে একটি সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ
করে। তাদের ঘরে একটি সন্তান
জন্মগ্রহণ করে। কিছুদিন পর সন্তানটি
অন্ধ হয়ে যায়। ফলে তাদের সুখ-শান্তি
সব শেষ হয়ে যায়। তারা তার চিকিৎসা
করে। কিন্তু কোন ফলাফল হয় না।
ডাক্তার বলেন, পরবর্তীতে যদি
আপনাদের কোন সন্তান হয় তাহলে সে
দৃষ্টি সম্পন্ন হবে। কিন্তু পরবর্তী সন্তান
দৃষ্টি সম্পন্ন হলেও কয়েক মাস পর সে
অন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে বাড়ির
মালিক মহা চিন্তায় পড়ে গেল। অন্ধ
সন্তানদের নিয়ে কি করবে এখন।

ক বি তা গু ছ

শ্রুষ্ঠাতে মগ্ন

তাসনীম তাবাসসুম, ১০ম শ্রেণী
আল-মারকায়ুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

যখন নেমে আসে চারদিকে

তিমির রাতের নীরবতা
বিমগ্নচিত্তে ভাবতে থাকি
সেই শ্রুষ্ঠার কথা।

যার দয়াতে বিরাজমান
আসমান খুঁটি বিহীন

মনে হয় যেন ঢাকনা স্বরূপ
ছেয়ে আছে বিশ্বযমীন।

দীপ্তমান চাঁদের পাশে
হাযার তারার মেলা
ভাবতে থাকি কার ইশারায়
করছে তারা খেলা।

এতো সৌন্দর্য যার মাঝে!
বাধন হারা দৃষ্টি যে মোর
ব্যস্ত তাঁরই খোঁজে।

ভাবতে থাকি যার ইশারায়
চলছে বিশ্বরাজ

ভাবছি কয়জন করছি আমরা
সেই শ্রুষ্ঠার কাজ?

হে মহিয়ান!

জানিনা তোমার গুণগান
দয়া করে মোর প্রার্থনা
কবুল কর হে রহমান।

একদিন দুপুরে তিনি বাড়ির বারান্দায় বসে আছেন। এমন সময় সেই কাজের মেয়েটি বাহির দরজায় আঘাত করল। তিনি ভেতর থেকে বললেন, কে? মেয়েটি বলল, আমি আপনাদের সেই কাজের মেয়ে। তিনি দরজা খুলে মেয়েটির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন! কারণ সে আর অন্ধ নেই। মালিক মেয়েটিকে কাতর কর্তে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা তুমি তো অন্ধ হয়েছিলে, কিভাবে চোখ ফিরে পেলে? মেয়েটি বলল, আল্লাহ আমার চোখ ভাল করে দিয়েছেন। মালিক লজ্জা পেয়ে গেলেন। মেয়েটির দু'টি হাত ধরে কান্না করতে লাগলেন। আর বললেন, বাবা আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। যার ফলে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিয়েছেন। আজ আমার দু'টি সন্তান অন্ধ হয়ে গিয়েছে।

শিক্ষা :

১. যুলুমের শাস্তি অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে দিয়ে থাকেন।

২. আল্লাহ তা'আলা পরস্পরের প্রতি যুলুম করাকে হারাম করেছেন (মুসলিম হা/৬৭৩৭)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিন ব্যক্তির নিকট হতে আল্লাহ ফরয, নফল কিছুই গ্রহণ করবেন না। ১. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ২. দান করে খোঁটা দানকারী এবং ৩. তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী' (ছহীহাহ হা/১৭৮৫)।

ঈদের বারতা

শফীকুল ইসলাম

কনইল, মান্দা, নওগাঁ।

ঈদ এসেছে দুঃখ পুষে রাখবো কি?
 একা বসে থাকবো কি?
 সাম্য ঈদের সুরে
 হিংসা-বিবাদ পুড়ে;
 নয়কো শুধু হঠাৎ
 ধনী-গরীব সবাই ভুলি তফাৎ।
 ঈদ এসেছে মনের পাখি গাইছে কি?
 উড়ে যেতে চাইছে কি?
 ছুটবো পাখির দলে
 নীল আকাশের তলে;
 বহে ইচ্ছে হাওয়া
 পূরণ করো প্রভুর চাওয়া-পাওয়া।
 ঈদ এসেছে কাব্যকথা শুনবে কি?
 দুঃখীর কথা গুণবে কি?
 করি নেমন্ত্রণ
 ভালবাসার জন্য;
 শান্তি খুঁজে পাবো
 সবাই মিলে একই সনে খাবো।
 ঈদ এসেছে নতুন জামার বাহার কি?
 বিলিয়ে দাও আহার কি?
 অনাহারীর মুখে
 সবাই থাকি সুখে;
 ভাবি সবার কথা
 স্নেহ-প্রীতি থাকুক যথাতথা।
 ঈদ এসেছে পিতা-মাতা ভুলবো কি?
 মায়ার বাঁধন খুলবো কি?
 বধু, ছেলে-মেয়ের জন্য সবই পেয়ে;
 নানান কাজে ব্যাকুল
 সবাই যেন থাকে প্রেমের দুকূল।

আল্লাহর আযাব

সাঁদ, ৭ম শ্রেণী

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পৃথিবীতে আল্লাহ দিলেন
 এমন এক করোনা,
 যাকে নিয়ে হিমশিম খায়
 দুনিয়ার সব মানুষরা।
 আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে
 চাইতে হবে ক্ষমা,
 আল্লাহ তা'আলা দিতে পারেন
 করোনা থেকে পানাহ।
 মুসলিমকে করেছেন তিনি
 করোনা দ্বারা পরীক্ষা,
 তার বিনিময়ে করতে পারেন
 জান্নাতেরই বাসিন্দা।
 ফণী এলো বুলবুল এলো
 এলো কিছু ডেঙ্গু রোগ
 এবার এলো প্রাণঘাতী
 মহামারী করোনা রোগ।
 আযাবের আর শেষ নাই
 এবার আসবে পঙ্গপাল
 ফসলগুলো নষ্ট করবে
 তাদের মধ্যে একটা দল।

ওহে সোনামণি

রাকীবুল ইসলাম

গাংনী, মেহেরপুর।

সফলতা চাও যদি পেতে
 কর্মে বাঁপিয়ে পড় মেতে
 সময়ের কাজ সময়ে কর
 সোনামণি পড় আর পড়।

তোমাতে চেয়ে আছে জাতি
 আঁধার ঘুঁচাবে জ্বালাবে বাতি,
 তোমার ক্ষতিতে জাতির ক্ষতি
 পৃথিবী হারাবে আপন গতি ।
 প্রস্তুতি নাও ওহে সোনামণি
 হতে হবে জাতির নয়নমণি
 পড়লেখ বিবেক খাটাও
 সফলতা প্রভুর কাছে চাও ।
 দো'আ করি প্রভুর তরে
 সং যোগ্য হও দু'পারে ।

আল-'আওন

(শেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)

আশিকুয়ামান

দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা
 বাঁকাল, সাতক্ষীরা ।

রক্তদানে এসো

বাংলার যুবক তরুণ ভাই,

অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে

সবার কাছে রক্ত চাই ।

আল-'আওনের সদস্য হয়ে

বিনা সার্থে রক্ত দিন,

অসুস্থদের সেবা করে

মন খোলা দো'আ নিন ।

দো'আ করবে বন্ধু তারা

করবে মুনাজাত,

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে

দিও তুমি তাকে জান্নাত ।

লক্ষ্য থাকবে এটাই মোদের

অন্য কিছুর নয়,

টাকা-পয়সা চাইব না মোরা

রক্তের বিনিময় ।

এ ক টু খা নি হা সি

ফাঁকিবাজ পরীক্ষার্থী

আবু তালহা, ৮ম শ্রেণী
 আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
 নওদাপাড়া, রাজশাহী ।

একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা শুরু হওয়ার
 ৫ মিনিটের মাথায় পরীক্ষার খাতা জমা
 দিয়ে বেরিয়ে এলো—

শিক্ষক : এত জলদী কেন?

পরীক্ষার্থী : স্যার, কালকের পরীক্ষার
 প্রস্তুতি নিতে হবে । তাই তাড়াতাড়ি চলে
 যাচ্ছি ।

শিক্ষা :

ফাঁকিবাজরা সব সময় ফাঁকির আশ্রয়
 খোঁজে ।

প্রশ্ন বুঝে উত্তর

আহমাদুল্লাহ, হিফয বিভাগ
 আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী,
 নওদাপাড়া, রাজশাহী ।

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন

শিক্ষক : বলতো, আহমাদ! Play
 শব্দের অর্থ কি?

ছাত্র : এটা তো খুব সহজ প্রশ্ন স্যার ।

শিক্ষক : তাহলে বল ।

ছাত্র : Play শব্দের অর্থ পড়া ।

শিক্ষক : Play শব্দের অর্থ খেলা না
 হয়ে পড়া হল কিভাবে?

ছাত্র : আপনিই তো বলেছেন, শিক্ষক যখন ক্লাসে থাকে তখন খেলা তো দূরের কথা খেলা শব্দটা বলাই নিষেধ।

শিক্ষা :

শিক্ষক যখন যে প্রশ্ন করবেন, তখন সেই প্রশ্নের উত্তর যা হবে তাই বলা উচিত।

দূরের জিনিস

মুস্তাফীয়ার রহমান, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী,
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ফায়ছাল : চলতো আব্দুল্লাহ চোখের ডাক্তারের কাছে যাই।

আব্দুল্লাহ : কেন?

ফায়ছাল : আমি দূরের জিনিস দেখতে পাই না তাই।

আব্দুল্লাহ : তোমার চোখতো ঠিকই আছে।

ফায়ছাল : (রাগান্বিত হয়ে বলল), তুমি কি করে বুঝলে?

আব্দুল্লাহ : ঐ যে, সূর্যটা দেখতে পাচ্ছনা।

ফায়ছাল : হ্যাঁ, পাচ্ছি।

আব্দুল্লাহ : তাহলে আর কত দূরের জিনিস দেখতে চাও?

শিক্ষা :

সব জিনিসের তুলনা সূর্যের সাথে করা যায় না কারণ সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক বড়।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

বিজ্ঞান

মাহফুযুর রহমান, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

➔ দাঁতের মাড়ি দিয়ে পুঁজ ও রক্ত পড়ে কোন ভিটামিনের অভাবে?

উত্তর : ভিটামিন সি এর অভাবে।

➔ মানবদেহের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন কোন ধরনের খাদ্য?

উত্তর : আমিষ জাতীয় খাদ্য।

➔ সূর্য কিরণে কোন ভিটামিন পাওয়া যায়?

উত্তর : ভিটামিন ডি।

➔ ডিমের সাদা অংশে কোন প্রোটিন থাকে?

উত্তর : অ্যালবুমিন।

➔ আমিষের কাজ কী?

উত্তর : দেহের কোষ গঠনে সহায়তা করা।

➔ কোন খাদ্যকে আদর্শ খাদ্য বলা হয়?

উত্তর : দুধকে।

➔ হাড় ও দাঁত তৈরীর জন্য প্রয়োজন হয় কোন ভিটামিন?

উত্তর : ভিটামিন ডি।

➔ ভিটামিন ডি এর অভাবে কোন রোগ হয়?

উত্তর : রিকেটস রোগ।

বহুসংখ্যক পৃথিবী

নিব্বুম দ্বীপ

মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ
আল-মারকায়ুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নিব্বুম দ্বীপে সূর্যাস্ত



নিব্বুম দ্বীপ বাংলাদেশের একটি ছোট দ্বীপ। এটি নোয়াখালী যেলার হাতিয়া উপযেলার অন্তর্গত। ২০০১ সালের ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার পুরো দ্বীপটিকে জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করে। ২০১৩ সালে দ্বীপটি জাহাযমারা ইউনিয়ন হতে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র ইউনিয়নের মর্যাদা লাভ করে। নিব্বুম দ্বীপের পূর্ব নাম ছিল চর-ওছমান। আবার কেউ কেউ একে ইছামতির চরও বলত। এ চরে প্রচুর ইছা মাছ (চিংড়ীর স্থানীয় নাম) পাওয়া যেত বলে একে ইছামতির চরও বলা হত।

ওছমান নামের একজন বাথানিয়া তার মহিষের বাথান নিয়ে প্রথম নিব্বুম দ্বীপে বসত গড়েন। তখন এই নামেই এর নামকরণ হয়েছিল। পরে হাতিয়ার এমপি আমীরুল ইসলাম কালাম এই নাম বদলে নিব্বুম দ্বীপ নামকরণ করেন। মূলত বাল্লার চর, চর ওছমান, কামলার চর এবং মৌলভির চর-এই চারটি চর মিলিয়ে নিব্বুম দ্বীপ। প্রায় ১৪,০৫০ একরের দ্বীপটি ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে জেগে ওঠে। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে এতে জন বসতি গড়ে উঠে। ১৯৭০ এর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে দ্বীপটিতে কোন প্রাণের অস্তিত্ব ছিলনা। ঘূর্ণিঝড়ের পরে তৎকালীন হাতিয়ার নেতা আমীরুল ইসলাম কালাম ছাহেব দ্বীপটিতে পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন যে, সেখানে কোন প্রাণের অস্তিত্ব নাই। তাই তিনি আক্ষেপের সুরে বলে ছিলেন হয় নিব্বুম! সেখান থেকে দ্বীপটির নতুন নাম নিব্বুম দ্বীপ।

এ দ্বীপের মাটি চিকচিকে বালুকাময়, তাই জেলেরা নিজ থেকে নামকরণ করে বালুর চর। এই দ্বীপটিতে মাঝে মাঝে বালুর ঢিবি বা টিলার মতো ছিল বিধায় স্থানীয় লোকজন এই দ্বীপকে বাইল্যার ডেইল বা বাল্লারচরও বলত। বর্তমানে নিব্বুমদ্বীপ নাম হলেও স্থানীয় লোকেরা এখনও এই দ্বীপকে বাইল্যার ডেইল বা বাল্লারচর বলেই সম্বোধন করে।

বাংলাদেশের বনবিভাগ ৭০-এর দশকে এখানে বন বিভাগের কার্যক্রম শুরু করে।

প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে চার জোড়া হরিণ ছাড়ে। নিব্বুম দ্বীপ এখন হরিণের অভয়ারণ্য। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের হরিণশুমারি অনুযায়ী হরিণের সংখ্যা ২২,০০০। নোনা পানিতে বেষ্টিত নিব্বুম দ্বীপ কেওড়া গাছের অভয়ারণ্য। ম্যানগ্রোভ বনের মধ্যে সুন্দরবনের পরে নিব্বুম দ্বীপকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন বলে অনেকে দাবী করেন।

আয়তন ও জনসংখ্যা

প্রায় ৯১ বর্গ কি.মি আয়তনের নিব্বুম দ্বীপে ৯টি গুচ্ছ গ্রাম রয়েছে। এই গুচ্ছ গ্রাম ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোটখাটো বুপড়ি ঘর। ১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী নিব্বুম দ্বীপ ৩৬৯৭০.৪৫৪ হেক্টর এলাকা জুড়ে অবস্থিত।

মাছ, পশু, পাখি ও উদ্ভিদ

নিব্বুম দ্বীপে হরিণ এবং মহিষ ছাড়া অন্য কোন হিংস্র প্রাণী নেই। হরিণের সংখ্যা প্রায় ২২,০০০ (শ্রেফাপট ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ)। নিব্বুম দ্বীপে রয়েছে প্রায় ৩৫ প্রজাতির পাখি। এছাড়াও শীতের মৌসুমে অজস্র প্রজাতির অতিথির পাখির অভয়ারণ্যে পরিণত হয় নিব্বুম দ্বীপ।

নিব্বুম দ্বীপে বিশাল এলাকা পলিমাটির চর। জোয়ারের পানিতে ডুবে এবং ভাটা পড়লে শুকোয়। এই স্থানগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের বসবাস।

জোয়ারের পানিতে বয়ে আসা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এদের একমাত্র খাবার। বর্ষা মৌসুমে ইলিশের জন্য নিব্বুম দ্বীপ বিখ্যাত। এই সময় ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাইকাররা নিব্বুম দ্বীপে মাছ কিনতে আসে। এছাড়া শীত কিংবা শীতের পরবর্তী মৌসুমে নিব্বুম দ্বীপ চেষ্টেয়া মাছের জন্য বিখ্যাত। জেলেরা এই মাছ ধরে শুঁটকি তৈরি করেন। এই শুঁটকি মাছ ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুরসহ বিভিন্ন অঞ্চলের পাইকারদের কাছে বিক্রি হয় ৩০-৩৫ টাকা কেজি দরে। আবার এই শুঁটকি হাঁস-মুরগীর খাবারেও ব্যবহার করা হয়। নিব্বুম দ্বীপে রয়েছে কেওড়া গাছ। ইদানিং বনবিভাগ কিছু নোনা ঝাউও রোপণ করছে। এছাড়াও রয়েছে প্রায় ৪৩ প্রজাতির লতাগুল্ম এবং ২১ প্রজাতির অন্যান্য গাছ।

নদী, খাল সমূহ ও জীবিকা



নিব্বুম দ্বীপের এক দিকে মেঘনা নদী আর তিন দিকে বঙ্গোপসাগর ঘিরে

দেশ পরিচিতি

জর্ডান

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : হাশেমী কিংডম অব জর্ডান।

রাজধানী : আম্মান।

আয়তন : ৮৯,৩৪২বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৫৯,২৪,০০০ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ২.৯%।

ভাষা : আরবী।

মুদ্রা : দিনার।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : মুসলিম (৯৭.২%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৮%।

মাথাপিছু আয় : ৪,৯০০ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৭৪.২ বছর।

সরকার পদ্ধতি : সাংবিধানিক রাজতন্ত্র।

স্বাধীনতা লাভ : ২৫শে মে ১৯৪৬ সাল।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৫ সাল।

‘মানুষের স্বাধীনতা অহি-র বিধান দ্বারা সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত। তাই মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা কাম্য, পশুত্বের স্বাধীনতা নয়। আর তা নিশ্চিত হতে পারে কেবলমাত্র তাকুওয়া বা আল্লাহভীতির মাধ্যমে’

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

রেখেছে। নিব্বুমদ্বীপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো মাইলের পর মাইল জুড়ে কেওড়া বন আর সেই বনের পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা চিত্রা হরিণ।

নিব্বুমদ্বীপের বর্তমান আয়তন প্রায় ৯২ বর্গকিলোমিটার। এর উত্তর অংশে রয়েছে বন্দরটিলা। দ্বীপের ৭০ ভাগ মানুষ মৎস্যজীবী ও ৩০ ভাগ কৃষিজীবী। তারা গভীর সমুদ্র ও নদীতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাছধরে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বসবাসকারীরা থাকে আতঙ্কিত। তবুও জীবিকার টানে তাদের গভীর সমুদ্রে পাড়ি জমাতে হয়। নিব্বুমদ্বীপে খালগুলোর মধ্যে রয়েছে চৌধুরীর খাল, পটকাখালী খাল, সোয়ানখালী খাল, ডুবাই খাল, ধামসাখালী খাল, ভট্টোখালী খাল, কাউনিয়া খাল ও লেংটা খাল।

দর্শনীয় স্থান

কমলার দ্বীপ : সেখানের কমলার খালে অনেক ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। এছাড়াও আশে পাশের দ্বীপগুলো সুন্দর। যদি পুরো দ্বীপটা হেঁটে হেঁটে ঘুরে আসা যায়, মন ভরে যাবে। ঘূর্ণিঝড়ের পরে জাহাজ থেকে এই দ্বীপে কয়েক বাস্তু কমলা পড়ে থাকতে দেখে এর নামকরণ করা হয় কমলার দ্বীপ।

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, ‘তোমরা তওবাকারীদের নিকট উঠা-বসা করা। কেননা তারাই সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের অধিকারী’ (আয-যুহুদ ওয়ার রাক্বায়েক্ব, পৃ. ৪২)।

যে লা প রি চি তি

ঝিনাইদহ

যেলাটি খুলনা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১৯৮৪ সাল।

সীমা : ঝিনাইদহ যেলার পূর্বে মাগুরা ও রাজবাড়ী, পশ্চিমে চুয়াডাঙ্গা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে কুষ্টিয়া এবং দক্ষিণে যশোহর যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ১,৯৬৪.৭৭ বর্গ কিলোমিটার।

উপজেলা : ৬টি। ঝিনাইদহ সদর, মহেশপুর, কোটচাঁদপুর, হরিণাকুণ্ডু, শৈলকুপা ও কালিগঞ্জ।

পৌরসভা : ৬টি। ঝিনাইদহ, শৈলকুপা, হরিণাকুণ্ডু, কোটচাঁদপুর, কালিগঞ্জ ও মহেশপুর।

ইউনিয়ন : ৬৭টি।

গ্রাম : ১,১৪৪টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : নবগঙ্গা ও কুমার।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : বেথলী বটগাছ (সপ্তদশ শতাব্দীর এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম বটগাছ বলে পরিচিত) গোড়াই মসজিদ, জোড় বাংলা মসজিদ, গলাকাটা দীঘি, চেরাগদানি মসজিদ ও দীঘি, রানী মাতার দীঘি, সওদাগরের দীঘি ও মসজিদ, গাঘী হিরোর ঘর মসজিদ, শৈলকুপা জামে মসজিদ, ঢোল সমুদ্র দীঘি, নলডাঙ্গা রাজবাড়ী প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান, কবি গোলাম মোস্তফা, বীজগণিত বিশারদ কেপি বসু প্রমুখ।

প্রাথমিক চিকিৎসা

করোনা ভাইরাস ও মহামারী :
ইসলামী বিধি-বিধান

লিলবর আল-বারাদী
যশপুর, তানোর, রাজশাহী।

ভূমিকা :

মুমিন ব্যক্তির জন্য করোনা ভাইরাস ঈমানী পরীক্ষা স্বরূপ। যার যেমন মযবূত ঈমান, ঠিক তার তেমন কঠিন পরীক্ষা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও’। ‘যাদের কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাব’। ‘তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে রয়েছে অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ। আর তারাই হল সুপথপ্রাপ্ত’ (বাক্বারাহ ২/১৫৫-৫৭)। তবে যে কোন মুহীবতে ভীত না হয়ে ছবর করা সর্বোত্তম পন্থা। আর মুসলিম বান্দার কোন ভয় থাকে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘মুসলিম বান্দার কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্ভিগ্নতা, কষ্ট ও অস্থিরতা নেই। এমনকি কোন কাঁটা বিধলেও (যদি সে ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর উপরে খুশি থাকে) তাহলে তার

कारणे आल्लाह तार गुणाहसमूह फ्फमा करे देन' (बुखारी हा/५७४१; मिशकात हा/१५७९)। अतएव भय नय, जानुन, बुवान, सतर्क थाकुन इनशाआल्लाह महान आल्लाह आमामेदरेके रक्फा करबेन।

क. करोना भाइरास कि?

'करोना' (कोभिड १९) भाइरासटिर आरेक नाम २०१९-एनसिओडि। भाइरासटिर अनेक रकम प्रजाति आछे। किञ्च एर मध्ये मात्र ९७७ मानुषेर देहे संक्रमित हते पारे। विज्ञानीरा बलछेन, भाइरासटि हयतो मानुषेर देहकोषेर भितरे इतिमध्ये 'मिउटेट करछे'। अर्थात् गर्ठन परिवर्तन करे नतून रूप निछे एवं संख्यावृद्धि करछे। फले एटि आरओ बेशी विपज्जनक हये उठते पारे। भाइरासटि एकजन मानुषेर देह थेके आरेकजन मानुषेर देहे छडाते पारे। तबे गबेष्कददेर मते, एटि शिशु ओ षाट बहुरेर उर्ध्व वृद्धदेर बेशी संक्रमित करछे।

२. करोना भाइरासेर अबस्थान

गबेष्णा निबन्धे बला हय, करोनाय संक्रमित एकजन रोगीर हाँचि वा काशि थेके भाइरासटि धरते गबेष्केरा नेबुलाइजार व्यवहार करेछेन। एइ परीक्षाय देखा गेछे, भाइरासटि मुख वा नाकनिःसृत तरलकणा वा ड्रपलेटेर माध्यमे वातासे छडिये पडार पर प्राय तिन घण्टा पर्यन्त टिके थाकते पारे।

तमार ओपर एटि टिके थाके चार घण्टा पर्यन्त। आर प्लास्टिक ओ स्टेइनलेस स्टिलेर ओपर टिकते पारे दुइ थेके तिन दिन। कार्डबोर्डेर ओपर एटि टिकते पारे २४ घण्टा पर्यन्त (प्रथम आलो : अनलाइन संस्करण, १९शे मार्च २०२०)।

३. करोना भाइरासेर लक्षण समूह

भाइरास संक्रमणेर प्रधान लक्षण हल, श्वास निते कष्ट हओया, ज्वर ओ काशि। विज्ञानीरा बलछेन, भाइरासटि शरीरे टोकार पर संक्रमणेर सम्पूर्ण लक्षण देखा दिते १४ दिन लागे। प्रथम लक्षण हछे ज्वर। तारपर देखा देय शुक्नो काशि। एक सप्ताहेर मध्ये श्वासकष्ट देखा देय एवं तखनइ कोन कोन रोगीके हासपाताले भर्ति हते हय।

४. करोना भाइरास निजे निजे परीक्षार उपाय

ताइओयान विशेषज्ञरा बलेन, भाइरास शरीरे प्रवेश करेछे कि-ना ता परीक्षा करते लम्बा एकटि श्वास निये ता १०-१५ सेकेन्ड धरे राखुन। यदि एइ समये बुके ब्याथा अनुभव ओ शुक्क काशि शुक्क ना हय, तबे आपनि करोना भाइरास थेके मुक्त।

५. करोना भाइरास प्रतिरोधे उपाय :

भाइरासटि नतून हओयाते एखनइ एर कोन टिका वा प्रतिषेधक आविष्कार हयनि। एमनकि एमन कोन चिकित्साओ नेइ, या ए रोग ठेकाते पारे। ताइ

ভাইরাসটি প্রতিরোধের উপায় হিসাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছে। যথা (১) নিয়মিত সাবান বা হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ভালোভাবে ধোয়া (২) হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢেকে রাখা (৩) ঠাণ্ডা ও ফুু আক্রান্ত মানুষ থেকে দূরে থাকা (৪) অপরিচ্ছন্ন হাত দিয়ে নাক-মুখ স্পর্শ না করা (৫) ঘরের বাইরে গেলে মাস্ক পরা (৬) এ ভাইরাস বহনকারীদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা। (৭) ডিম ও গোশত খুব ভালো করে রান্না করা (৮) ময়লা কাপড় দ্রুত ধৌত করা। (৯) লোক সমাগম হয় এমন মজলিশ থেকে দূরে থাকা। (১০) বাসস্থান যথাযথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

অন্যদিকে জাপানী বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভাইরাসটি থেকে বাঁচতে অন্ততঃ ১৫ মিনিট পর পর পানি পান করুন অর্থাৎ খাদ্যনালী সর্বদা ভিজিয়ে রাখতে হবে। যাতে ভাইরাসটি গলা বা মুখের ভেতরে থাকলে পানির সাথে পাকস্থলীতে চলে যায়। আর পাকস্থলীর এসিডগুলো দ্বারা দহন হয়ে মারা যায়। তাছাড়া পাকস্থলী উর্বর রাখতে মধু ও কালোজিরা সেবন এবং সকালে গরম পানি পান করার পরামর্শ দিয়েছেন আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞরা।

ডা. মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর কবীর পরামর্শ দিয়ে বলেন, ১. ইমিউন সিস্টেম বুস্ট আপ করার জন্য ভিটামিন সি, ভিটামিন এ খাওয়া। জাম্বুরা, মাল্টা, কমলা চিবিয়ে খাওয়া। সুগার জাতীয় খাবার (শর্করা + চিনি) বাদ দেয়া। প্রসেসড

ফুড, আনহায়জেনিক খাবার বাদ দেয়া। ২. ইমিউন সিস্টেম বুস্ট আপ করতে হেলথি ফুড, ভালো ঘুম, রিলেক্সেশন, মেডিটেশন (ছালাতের মাধ্যমে) ও এক্সারসাইজ। ৩. রিলেক্স থাকা। উদ্ভিগ্ন না হওয়া, টেনশনে না করা। ডিপ্রেসনে ভাইরাস সহজে কাবু করে ফেলতে পারে। খুশি খুশি নিয়ে ছালাত পড়লে, আল্লাহর উপর ভরসা রেখে, তাকুদীরের ভালো ও মন্দর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার মাধ্যমে রিল্যাক্সেশন পাওয়া যায়। রিলেক্সেশন ভাইরাসের বিরুদ্ধে শরীরের ফাস্ট ও সেকেন্ড লাইন ডিফেন্সকে শক্তিশালী করবে। ৪. শরীরে ভিটামিন ডি সাপ্লাই করা। যা সকালে রোদে আধা ঘণ্টা বসে থাকা। দরকার হলে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট নেয়া। ৫. লবণ-পানি খাওয়া ও হালকা গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করে মুখ ও গলা পরিষ্কার রাখা। ঘন ঘন প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা। ৬. কোনোভাবে-ই জ্বর বাড়তে না দেয়া। ৭. দই জাতীয় খাবারে থাকে এক্সপার্ট কনসেন্সাস। চীনে রিসেন্ট কোভিড-১৯ ভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রোবায়োটিক খুব কাজে দিয়েছে।

প্রোবায়োটিক হল পাকস্থলীতে হাযার হাযার কোটি ব্যাকটেরিয়া থাকে, দরকারি এবং অদরকারি মিলিয়ে। দরকারি ব্যাকটেরিয়াগুলি হজমশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, এর ফলে আমাদের শরীর সুস্থ থাকে। অদরকারি

ব্যাকটিরিয়াগুলি ঠিক এর উল্টো কাজটা করে। তিরিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে আমাদের পৌষ্টিকতন্ত্রে।

গবেষক স্যাভার্সের বলেন, প্রোবায়োটিককে ঠিক মতো শরীরের কাজে লাগালে তা আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্রকে ভালো রাখতে সাহায্য করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ডায়রিয়া সারাতে সাহায্য করে, ল্যাক্টসে যাঁদের অ্যালার্জি তাদের সহায়তা করে ও উদরের প্রদাহকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি আরো বলেন, পেটে মাইক্রোঅর্গানিজমের কিছু পরিবর্তনের ফলে মানুষের এখন নানা রোগ দেখা দিচ্ছে। যার ফলে শ্বাসকষ্ট, সেলিয়েক রোগ, বৃহদন্ত্রে ক্যান্সার, রক্ত শর্করা, বৃহদন্ত্রে ঘা, ইরিটেবেল বাওয়েল সিনড্রোম, পাকস্থলী ও অন্ত্রের সমস্যা, স্থূলতা, বাত, যকৃতের সমস্যাসহ নানা প্রকার রোগের তৈরী হয়। সুস্বাস্থ্যের জন্য এখন প্রত্যেকদিন প্রোবায়োটিক জাতীয় খাবার খাওয়াটা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

খ. মহামারী সম্পর্কে ইসলামী বিধি-বিধান :

মহামারী সম্পর্কে ইসলামী বিধি নিষেধ রয়েছে; যা মান্য করা প্রত্যেক মানুষের জন্য কল্যাণকর। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্লেগ-মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি একটি আযাব। আল্লাহ স্বীয়

বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার উপর এটি প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর মুমিন বান্দাগণের জন্য এটাকে ‘রহমত’ স্বরূপ করেছেন। ফলে কোন ব্যক্তি যদি মহামারী এলাকায় ধৈর্যের সাথে ও ছওয়াবের আশায় অবস্থান করে এবং হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তাই হবে, তবে সে একজন শহীদদের সমান পুরস্কার লাভ করবে’ (বুখারী হা/৩৪৭৪)। তিনি বলেন, ‘মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী মুসলিম শহীদ হিসাবে গণ্য হবে’ (মুসলিম হা/১৯১৬)। সংক্রামিত উটের দ্বারা অন্য উট সংক্রামিত হওয়ার বিষয়ে প্রশস্ত করা হলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাহলে প্রথম উটটিকে সংক্রামিত করল কে? (বুখারী হা/৫৭১৭)।

১. দুর্যোগ ও অকল্যাণ আমাদেরই অর্জিত ফল

মহান আল্লাহ সতর্ক করে বলেন, فَأَصَابَهُمْ سَيْئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ‘তাদের দুর্কর্ম তাদেরকে বিপদে ফেলেছে, এদের মধ্যে যারা পাপী তাদেরকেও অতিসত্বর তাদের দুর্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না’ (যুমার ৩৯/৫১)। তিনি আরো বলেন, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ ‘তুমি বল, তিনি (আল্লাহ)

তোমাদের উপর থেকে অথবা নীচে থেকে তোমাদের উপর আযাব পাঠিয়ে দিতে সক্ষম' (আন' আম ৬/৬৫)।

বর্তমানে গোটা সমাজই অস্থিরতার মধ্যে অবস্থান করছে। এজন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। আমাদের কৃতকর্মের জন্যই আজ এই বিপর্যয়। এসম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ* 'স্থলে ও সমুদ্রে মানুষের কৃতকর্মের জন্য বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আশ্বাদন করতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে' (রুম ৩০/৪১)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমাদের যেসব বিপদাপদ হয়, তা তোমাদের কৃত কর্মের ফল। আর তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ মার্জনা করে দেন' (শূরা ৪২/৩০)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *إِذَا ظَهَرَ السُّوءُ فِي الْأَرْضِ أَنْزَلَ اللَّهُ بَأْسَهُ بِالْأَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ يُصَيِّبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ* 'পৃথিবীতে যখন অশ্লীল কাজ বেশী বেশী প্রকাশ পায়, তখন আল্লাহ দুনিয়ার অধিবাসীর প্রতি দুঃখ-দুর্দশা ও হতাশা নাযিল করেন। আর তাদের মধ্যে পুণ্যবান লোক থাকলে তাদের উপরেও ঐ শাস্তি আপতিত হয়, যা অন্যদের উপরে আসে। অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ

ও ক্ষমার দিকে ফিরে আসে' (ছহীছুল জামে' হা/৬৮২)।

২. সতর্ক থাকা ও সুরক্ষা রাখা যরুরী

মুসলমান কখনো নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' (বাক্বারাহ ২/১৯৫)। আবার অন্যকেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে না। তিনি বলেন, 'তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপাময়' (নিসা ৪/২৯)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অন্যের ক্ষতি করো না এবং নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না' (ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০)। সুতরাং নিজের জীবন ও অন্য মানুষের জীবন রক্ষা করা যরুরী। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' (মায়দাহ ৫/৩২)। আলোচ্য আয়াতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কথা বলা হয়েছে।

মহামারী উপদ্রুত এলাকা যাওয়া-আসা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শুনবে, তখন সেখানে যেয়ো না। আর যদি কোন এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব নেমে আসে এবং তোমরা সেখানে থাক, তাহ'লে পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না' (বুখারী হা/৫৭২৯-৩০; মুসলিম হা/২২১৯)।

৩. মহামারীতে মৃত মুমিন ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা পায়

মহামারীতে ভীত না হয়ে আল্লাহর ভারসা করতে হবে। আর এই করোনা ভাইরাসের মহামারীতে যদি কোন মুমিন মুসলমান মারা যায়, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ছাড়া আরও সাত শ্রেণীর মানুষ শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে। তারা হল :

(১) মহামারীতে মৃত (মুমিন) ব্যক্তি (২) পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি (৩) 'যাতুল জাম্ব' (শ্বাস কষ্ট) নামক কঠিন রোগে মৃত ব্যক্তি। (৪) (কলেরা বা অনুরূপ) পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি (৫) আঙুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি (৬) ধ্বসে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি ও (৭) গর্ভাবস্থায় মৃত মহিলা' (আব্দুউদ হা/৩১১১; মিশকাত হা/১৫৬১)। ঐ সকল মুমিন আখেরাতে শহীদের মর্যাদা পাবেন। যদিও দুনিয়াতে তাদের গোসল ও জানাযা করা হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে নিহত শহীদের গোসল নেই। তিনি ঐ অবস্থায় কিয়ামতের দিন উঠবেন' (বুখারী হা/৪০৭৯; মিশকাত হা/১৬৬৫)।

৪. মহামারী থেকে বেঁচে থাকার দো'আ

মহামারী থেকে বেঁচে থাকার জন্য মহান আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। বর্তমানে করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দো'আগুলো পাঠ করতে হবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ
وَالْجَذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْفَامِ

(আল্ল-হুমা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল বারাহি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুযা-মি ওয়া মিন সাইয়ইল আসফা-ম) অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বেত, উন্মাদনা, কুষ্ঠ এবং সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি হতে' (আব্দুউদ হা/১৫৫৪; মিশকাত হা/২৪৭০)।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ

الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ

(আল্ল-হুমা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন মুনকারা-তিল আখলা-ক্বি ওয়াল আ'মা-লি ওয়াল আহওয়া-ই ওয়াল আদওয়া) অর্থ : 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে খারাপ (নষ্ট-বাজে) চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা এবং বাজে অসুস্থতা ও নতুন সৃষ্ট রোগ-বালাই থেকে আশ্রয় চাই' (তিরমিযী হা/৩৫৯১; মিশকাত হা/২৪৭১)।

উপসংহার

করোনা ভাইরাসকে নয়, করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহকে ভয় করুন। নিজেকে ও পরিবারকে সুরক্ষা রাখতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। মহান আল্লাহ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হেফায়ত করুন এবং হেদায়েতের পথে ফিরে আসার তাওফীক দান করুন- আমীন!



প্রাকৃতিক বস্তু সমূহ

রেযাওয়ান মুবাশশ্বির, ৬ষ্ঠ শ্রেণী

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অক্সিজেন-أوكسিজين-Oxygen (অকসিজেন)

অন্ধকার-ظلمة-Darkness (ডার্কনেস)

আকাশ - سماء - Sky (স্কাই)

আগুন - نَار - Fire (ফায়ার)

আবহাওয়া - جَو - Weather (ওয়েদার)

আলো - ضوء - Light (লাইট)

উপত্যকা - وادي - Valley (ভ্যালি)

উপদ্বীপ - شبه جزيرة - Peninsula
(পেনিনসিউল্যা)

উপসাগর - خليج - Gulf (গাল্ফ)

উল্কা - شهاب - Meteor (মীটিয়ার)

কাদা - وحل - Mud (মাড)

কুয়াশা - ضباب - Fog (ফগ)

কূপ - بئر - Well (ওয়েল)

খনি - معدن - Mine (মাইন)

খাল - قناة - Canal (ক্যান্যাল)

গরম - حرارة - Heat (হীট)

গ্যাস - غاز - Gas (গ্যাস)

গ্রহ - كوكب سيار - Planet (প্যানিট)

গ্রীষ্ম - الصيف - Summer (সামার)

ঘূর্ণিঝড় - إعصار - Cyclone (সাইক্লোন)

কুইজ

১. ছিয়াম পালনকারীর জন্য কয়টি
আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে?

উ:.....

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় সাহারীর
এবং ফজরের আযান কে দিতেন?

উ:.....

৩. ভুলবশত খেলে বা পান করলে ছিয়াম
ভেঙ্গে যায় কি?

উ:.....

৪. ছালাতুল হৃদয়নে অতিরিক্ত কয়টি
তাকবীর দেওয়া সুন্নাত?

উ:.....

৫. যখন কোন মুসলমান সকাল বেলায়
কোন রোগীকে দেখতে যায়, তখন তার
জন্য কতজন ফেরেশতা দো'আ করে?

উ:.....

৬. ক্লেবাবাসীদের প্রশংসা করে আল্লাহ
কোন আয়াতটি নাযিল করেন?

উ:.....

৭. কিভাবে একজন মুমিন বিভিন্ন রোগ-
বলাই থেকে মুক্ত থাকতে পারেন?

উ:.....

৮. কোন বস্তু দ্বারা ছাদাকাতুল ফিতর
আদায় করা উচিত?

উ:.....

৯. যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে প্রশ্ন করে,
তার কয় দিনের ছালাত কবুল করা হয় না?

উ:.....

১০. কয়টি বিষয় ফিতরাৎ তথা স্বভাবগত
কর্মের অন্তর্ভুক্ত?

উ:.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

□ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ :
আগামী ১৫ই জুন ২০২০।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) নিজ দৌহিত্র হাসান ইবনু আলী (রাঃ)-কে (২) আল্লাহর রহমত শূন্য হৃদয়ের লক্ষণ (৩) নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ)-এর পিতা (৪) এক তৃতীয়াংশ (৫) নাওয়াব ছিদ্বীক হাসান খান ভূপালী (৬) একজনকে ছেড়ে তার অনুমতি না নিয়ে দু'জনে কানাকানি করা (৭) যে হকু বুঝে ও তদনুযায়ী ফায়ছালা করে (৮) এর কোন ভিত্তি নেই (৯) আমলকি, লেবু ও পেয়ারা (১০) ৪-৬ মাস।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : মুহাম্মাদ আল-আমীন

ভূগরইল, শাহ মখদুম, রাজশাহী।

২য় স্থান : আমেনা খাতুন, ১ম শ্রেণী

সানবীম একাডেমী, ভূগরইল, রাজশাহী।

৩য় স্থান : রাফিয়া তাবাসসুম, ১০ শ্রেণী

সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক

সোনামণি প্রতিভা

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :

প্রতিষ্ঠান :

শ্রেণী :

ঠিকানা :

মোবাইল :

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

○ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

○ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

○ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

○ মিসওয়াক সহ ওয়ূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওয়ূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

○ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

○ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

○ বৃথা তর্ক, বগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

○ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

○ সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

○ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।